SEMESTER-I CC-2 History of Western Philosophy-I Module 'G'

Topic: "Leibniz": 1646 খ্রীঃ — 1716 খ্রীঃ

Sub Topic: "লাইবনিজের পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত সামঞ্জস্য নিয়ম," ব্যাখ্যা।

Explained Leibniz's Doctrine of Pre-established harmony.

Introduction: পাশ্চাত্য দর্শনে বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মধ্যে চরমপন্থী বুদ্ধিবাদী দার্শনিক হলেন (Gottfried Wilhelm Leibnitz) গটফ্রিড উইলহেম লাইবনিজ। তিনি তাঁর জ্ঞানতত্ত্বে বুদ্ধিকে জ্ঞানের একমাত্র উৎস বলে সগৌরবে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হল "Monadology" ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ "New Essay on the Human Understanding" চিন্তার জগতে এক বিপ্লবের সূচনা করেছিল। তাঁর দর্শনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল মনাদ বা চিৎপরমাণু, তিনি বলেন সকল প্রকার অস্তিত্বশীল বস্তুর অন্তিম ও মূল উপাদান হল মনাড (মনাদ) এক কথায় বলা যেতে পারে যে তাঁর দর্শনের সকল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হল চিৎপরমাণু বা 'Monard'। এই বক্তব্যের ভিত্তিতে পাশ্চাত্য দার্শনিক ~~ক~~ কপোলস্টোন বলেছেন- "These simple substance of which all empirical things are composed we call by Leibnitz monads" They are true atoms of nature and in a word the elements of things. লাইবনিজের অধিবিদ্যায় পূর্বপ্রতিষ্ঠিত সামঞ্জস্য নীতি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতি।

দ্রব্য সম্পর্কে লাইবনিজের মত

লাইবনিজের মনাদবাদ বা চিৎপরমাণুবাদই হল দ্রব্যের সমার্থক। এখন আমরা দেখব তিনি দ্রব্য সম্পর্কে কি মতবাদ প্রদান করেছেন। তাঁর মতে দ্রব্য হল তাই যা স্বাধীনভাবে অন্য নিরপেক্ষভাবে কাজ করে অর্থাৎ যা স্বয়ংক্রিয় তাই দ্রব্য। Substance is a being of action. প্রতিটি Monad বা চিৎ পরমাণু বিস্তারহীন আধ্যাত্মিক দ্রব্য, পরমাণুগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ, আত্মক্রিয়াশীল, শক্তিযুক্ত, গবাক্ষহীন বা জানালা দরজা হীন, তাই বাইরের কোন কিছু এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না, তাই পরমাণুগুলি

P.T.O.

সমস্ত প্রকার বাহ্য প্রভাব থেকে মুক্ত। প্রত্যেকটি চিৎপরমাণু
তার অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিকে প্রকাশিত করে বা ব্যক্ত করে।
সত্য। প্রত্যেকটি চিদনু অনন্ত শক্তি সম্পন্ন। পরমাণু
অসংখ্য বহু। প্রতিটি চিৎপরমাণুর মধ্যে এই বিশ্বজগৎ
নিজের আত্ম দর্পণে প্রতিবিম্বিত করার সামর্থ্য আছে।
প্রত্যেকটি চিদনু তার আত্ম দর্পণে বস্তু জগৎকে প্রতিবিম্বিত
করলেও সব ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বন এক রকম হয় না, কারণ
চিদনুগুলির প্রত্যক্ষ সামর্থ্যের তারতম্য আছে।
চিদনু বা Monad গুলি যত বেশী সক্রিয় বা (active)
হয় তার প্রত্যক্ষও তত বেশী স্পষ্ট হয়। যে সব
চিৎপরমাণু নিষ্ক্রিয় তারা নিম্নতম স্তরে অবস্থান করে।
এই সব নিম্নতম ও নিষ্ক্রিয় চিদনুর সমষ্টি হল জড়
(Matter) যেমন - ইট, পাথর। উদ্ভিদ চিদনু ও এই জাতীয়।
এই সব চিৎপরমাণুর সংঘাতই হল জড় বস্তু ও জীবদেহ।
এই সব চিদনুর মধ্যে কেন্দ্রবর্তী কেন্দ্রীয় চিদনু থাকে
বলা হয় আত্মাচিদনু (Soul), যার নিজের দেহ
এবং নিকটবর্তী বস্তু প্রত্যক্ষের সামর্থ্য থাকে।
অর্থাৎ আত্মা চিৎপরমাণু জগতের এক ক্ষুদ্র অংশকে
আত্ম-দর্পণে প্রতিবিম্বিত করতে পারে। মানুষের ক্ষেত্রে
তার দেহের মধ্যে এক অপেক্ষাকৃত উন্নত চিদনু (আত্মা
চিদনুর থেকে উন্নত চিদনু) - বিচারশীল আত্মা-চিদনু
(Spirit) - যুক্ত হয়। এই উন্নত চিদনুর অধিকারী
হওয়ার জন্য মানুষের আত্ম দর্পণে কেবল নিজ দেহ ও
পার্শ্ববর্তী (সন্নিকটবর্তী) জগৎই প্রতিবিম্বিত হয় না, অতীতের
বিগত ঘটনা এবং ভবিষ্যতের অনাগত ঘটনাও বিম্বিত/
প্রতিবিম্বিত হয়। মানুষের বিচারশীল আত্মা চিদনু
(Spirit) থাকার জন্য মানুষ অতীতের প্রত্যক্ষে
সমর্থ। তাই মানুষ অনুমান করতে পারে, কল্পনা করতে
পারে। পরমাণুর প্রত্যক্ষ সামর্থ্যের বিভিন্নতার
জন্য চিদনুর অন্তর-দর্পণে বস্তুজগতের প্রতিবিম্বন
পৃথক পৃথক হয়। তাই প্রত্যেক চিদনু জগৎকে

জগৎ কিভাবে দ্রব্য দ্বারা গঠিত তার ব্যাখ্যা :- লাইবনিজের মতে দ্রব্য যৌগিক পদার্থ নয়। সরল অবিভাজ্য চেতন পদার্থ। এখন সমস্যা হল এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অসংখ্য দ্রব্য দ্বারা গঠিত কিন্তু কিভাবে সংগঠিত? লাইবনিজ পরমাণুবাদীদের দ্রব্য সম্পর্কে মতবাদ মেনে নিয়ে বলেন যে জগতের মূল উপাদান যে দ্রব্য অসংখ্য চেতন পরমাণু যাকে তিনি নাম দিয়েছেন মনাদ বা চিৎপরমাণু। সমস্ত জগৎই এই চেতন পরমাণু দ্বারা গঠিত। তাঁর এই মতবাদকে Pan Psychism নামে পরিচিত। এর ব্যাখ্যার জন্য তিনি মনাদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। যথা—

১) মনাদ বা চিৎপরমাণু বিস্তৃতিহীন, আত্মশক্তিময়, অবিনশ্বর, গবাক্ষহীন আধ্যাত্মিক বিন্দু সদৃশ। মনাদের কোন বিস্তৃতি নেই কারণ যার বিস্তৃতি আছে তা বিভাজ্য। আর যে হেতু মনাদ অবিভাজ্য সরল তাই মনাদ বিস্তৃতিহীন।

২) মনাদগুলি বিস্তৃতিহীন সেইজন্য মনাদের কোন আকার, আকৃতি নেই। আর মনাদ যে হেতু অবিভাজ্য সেই জন্য অজড়াত্মক বা আধ্যাত্মিক।

৩) যে হেতু মনাদগুলি যৌগিক পদার্থ নয় তাই মনাদের স্বাভাবিক উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। তাই মনাদ অবিনশ্বর। তবে যে হেতু ঈশ্বর মনাদের স্রষ্টা সেইহেতু তিনি মনাদকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করতে পারেন। সুতরাং মনাদ অবিনশ্বর হলেও শাশ্বত নয়।

৪) মনাদগুলি গাণিতিক বিন্দু বা জড় বিন্দু নয়। কেননা গাণিতিক বিন্দু অবাস্তব এর কোন অস্তিত্ব নেই। এ এক কল্পনা মাত্র। কিন্তু মনাদ অবিভাজ্য, আধ্যাত্মিক।

৫) মনাদগুলো স্বাধীন, প্রত্যেকটি মনাদের ক্রিয়া তার নিজের উপর নির্ভরশীল এবং নিজের দ্বারা প্রভাবিত নিয়ন্ত্রিত হয়, প্রত্যেকটি মনাদ পৃথক পৃথক এবং পরস্পর সম্পর্কহীন ও প্রভাবমুক্ত। তাই লাইবনিজ মনাদগুলিকে গবাক্ষহীন বলেছেন।

(…ের / …ক / …ঐক্য / …ও / …র্য)

মনাদগুলি যদি নিজের নিজের মত কাজ করে এবং পরস্পরের সঙ্গে যদি যোগ না থাকে তাহলে জগতে যে ঐক্য, শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য দেখা যায় তার ব্যাখ্যা কিভাবে সম্ভব হবে? আর বস্তুর ঐক্য স্থিরতা যদি না থাকে ~~এ হল বাস্তব জগতে~~

P.T.O

তাহলে বাস্তব জগৎ কিভাবে সম্ভব? অর্থাৎ বাস্তব জগতে কার্য কারণ-নীতি, প্রকৃতির একরূপতার নীতি, প্রভৃতি নীতিগুলি বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। এগুলির দ্বারা জগতের ঐক্য, নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়। কিন্তু লাইবনিজের মতে, যদি কারণ-কার্য ভিন্ন ভিন্ন হয় ~~এক~~ অর্থাৎ বিন্দু ভিন্ন চিৎ পরমাণু দ্বারা জগৎ গঠিত হয় তাহলে কিভাবে একগুচ্ছ চিৎপরমাণুকে কার্য এবং একগুচ্ছ চিৎ পরমাণুকে কারণ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ~~[illegible]~~? হবে?

অসংখ্য চিদণু এবং তাদের আলাদা আলাদা বিশ্ব দর্শন সমন্বিত এই বৈচিত্র্যময় ব্রহ্মাণ্ডের জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য কিভাবে প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষিত হবে?

পূর্ব প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা কার্য প্রতিষ্ঠা ↓

লাইবনিজ উপরিউক্ত জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য পূর্ব প্রতিষ্ঠিত সামঞ্জস্য নীতি প্রতিষ্ঠা করেন। (বা Law of ~~the~~ Pre-established Harmony) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বলেন এই নীতি অনুসারে যদিও কোন মনাদ প্রকৃতপক্ষে অন্য মনাদের উপর প্রভাব বিস্তার বা ক্রিয়া করতে পারে না এবং মনাদগুলির মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ কার্যকারণ সম্পর্কীয় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটে না তবুও পূর্বস্থাপিত সামঞ্জস্য নিয়ম অনুসারে তাদের প্রত্যেকটি অন্যটির সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে তালমিলিয়ে পরিবর্তিত হয়। সৃষ্টিলগ্নে ঈশ্বর-চিদণু পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ও ~~স্বয়ং~~ স্বয়ংসম্পূর্ণ সৃষ্ট চিদণুগুলিকে এমন ভাবে নিয়ামিত করেছেন বা এমনভাবে নিয়মিত সঙ্গতি বিধান করেছেন যে এদের কোন একটি চিদণুর মধ্যে পরিবর্তন ঘটলে অপরাপর সব চিদণুর মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে। কোন আভ্যন্তরীণ পূর্ব প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতির মাধ্যমেই তা করে থাকেন। মনাদগুলি স্বয়ং সম্পূর্ণ ও স্বনি হলেও প্রত্যেকেই এক উচ্চতর ঐশ্বরিক নিয়মের অধীন এবং প্রত্যেকের কার্য এই নিয়ম অনুসারে সাধিত হয়। এইজন্য তাদের মধ্যে একটি ঐক্যতা বিদ্যমান। এই ঐক্যতা থেকেই বিশ্বের শৃঙ্খলার উদ্ভব। তবে লাইবনিজের পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা নীতি কোন অলৌকিক ঘটনা নয়, যেহেতু পূর্ব প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা জাগতিক

P.T.O

নিয়মে কোন হস্তক্ষেপ করে না।

লাইবনিজের মতে সৃষ্টির শুরুতে ঈশ্বর-বিশ্ব জগতের শৃঙ্খলা পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। তারপর প্রকৃতির যাবতীয় বস্তু, দেহ ও মন, আত্মা তার আপন স্বরূপে চলতে থাকে। এইজন্য জগতের প্রতিটি মনাদের আভ্যন্তরীন বিকাশ পূর্ব থেকে এমন ভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে যে তার মধ্যে কোন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য চিদনুর মধ্যে ও আনুষঙ্গিক পরিবর্তন দেখা দেয়। কোন কোন মনাদের মধ্যে পরিবর্তনের পারম্পর্য অন্যান্য মনাদের মধ্যে পরিবর্তন থেকে পৃথক। তবু সকলের মধ্যেই সঙ্গতি বর্তমান। মনাদগুলি এমনভাবে গঠিত যে প্রত্যেকের পরিবর্তন অপরের পরিবর্তনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলে যদিও প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে এবং নিজ সত্তার নিয়মানুসারেই বিকাশ লাভ করে।

সমালোচনা: Criticism:

~~মন্তব্য (Conclusion)~~ : লাইবনিজের পূর্বপ্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলাবাদ বহু ক্ষেত্রে ত্রুটি যুক্ত। ① লাইবনিজ নিজেই স্বীকার করেছেন যে চিৎপরমানুগুলি অশ্ম বেলন্দ্রক ও দরজা নিরপেক্ষ, মনাদগুলি সম্পূর্নভাবে বহিঃপ্রভাব মুক্ত। তাই যদি হয় তবে কিভাবে মনাদগুলি পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলা মেনে চলতে বাধ্য হয়? এর ব্যাখ্যা তিনি দেন নি।

② লাইবনিজ দ্রব্যের আলোচনায় বলেছেন যে মনাদগুলি স্বনির্ভর, স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও মৌলিক। কিন্তু তিনি পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলাবাদে বলেন যে মনাদগুলি সর্বোচ্চ মনাদের নিয়ন্ত্রাধীন। চিৎপরমানু সমূহ যদি অপেক্ষাকৃত উন্নত চিৎপরমানুর নিয়ন্ত্রাধীন হয় তাহলে তাদের কোন মৌলিকতা ও স্বাতন্ত্র্যতা থাকতে পারে না।

③ লাইবনিজের মতে কোন চিৎপরমানু অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা। কারণ মনাদগুলি গবাক্ষহীন। তাহলে ঈশ্বর জগতের চিৎপরমানুগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের কিভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছেন? বস্তু-বিহীন পরম চিৎপরমানু হিসাবে ঈশ্বর তা করতে পারেন না।

মন্তব্য: লাইবনিজের পূর্বপ্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলাবাদ যুক্তিসম্মত ভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি দেহ ও আত্মার সম্বন্ধের জন্য সামঞ্জস্য ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বরের সাহায্যগ্রহন করেছেন। তার এই ব্যাখ্যা বিজ্ঞান সম্মত নয়।

— ০ —